প্রথম দফায় বরাদ্দ ৪০০ কোটি : ফিরহাদ

'স্মার্ট সিটি' প্রত্যাখ্যান, বাংলার সমস্ত শহরই এবার 'গ্রিন সিটি'

বিশেষ সংবাদদাতা: কেন্দ্রীয় সরকারের 'স্মার্ট সিটি' প্রকল্প প্রত্যাখ্যান করে সমস্ত বাংলার সমস্ত শহরের উন্নয়নেই 'গ্রিন সিটি' প্রকল্প চালু করে বরাদ্দ ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। বুধবার প্রথম ধাপে ৪০০ কোটি টাকা বিভিন্ন কর্পোরেশন, পুরসভা ও উন্নয়ন পর্ষদের মধ্যে বরাদ্দ বণ্টনের কথা জানান রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। একইসঙ্গে জানিয়ে দেন,"নগরোন্নয়নের নামে কেন্দ্রীর সরকারের ভিক্ষা আমরা নিচ্ছি না। দু-একটি পুরসভায় লোকদেখানো স্মার্ট সিটির শর্তসাপেক্ষ বরাদ্দ রাজ্য সরকার নিয়ে জনতাকে সমস্যায় ফেলতে চায় না।" কারণ, স্মার্ট সিটির টাকা নিলে কেন্দ্রের শর্ত মেনে জলকর-সহ নানা নয়া কর চাপাতে হবে সংশ্লিষ্ট পুরসভাকে। অন্যতম দ্বিতীয় শর্ত হল, সমপরিমাণ টাকা দিতে বাধ্য থাকবে রাজ্য।

কেন্দ্রীয় সরকার কলকাতা বা হলদিয়াকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র নিউটাউনকেই স্মার্ট সিটির মর্যাদা দিয়েছিল। কেন্দ্রের তালিকায় ঠাঁই পায়নি আসানসোল বা শিলিগুড়িও। স্বভাবতই বাংলার সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নানা মানবিক প্রকল্প ও পরিষেবা চালু করা মুখ্যমন্ত্রী এবার 'গ্রিন সিটি' চালু করতে নির্দেশ দিলেন। এদিন বিধানসভায় পুরমন্ত্রী ফিরহাদ এই বরাদ্দের তালিকা তুলে ধরেন বলেন,"কলকাতাকে উপেক্ষা করা হয়েছিল তাই এই ৪০০ কোটির মধ্যে ১৪৭ কোটি টাকা দেওয়া হল তিলোত্তমাকে। হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদকে ৩২ কোটি, আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদকে ২১ কোটি, হাওড়া কর্পোরেশনকে ২১.৩৫ কোটি, সল্টলেক কর্পোরেশনকে ১৮.১৬ কোটি, হাওড়া ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টকে ৫.৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হল।" কলকাতা পুরসভাকে আগেই ৯৬.৪৫ কোটি দেওয়া হয়েছে, এদিন আরও ৩৯.১৫ কোটি টাকা দেওয়া হল। গ্রিন সিটি প্রকল্পে বরাদ্দ অর্থে সংশ্লিষ্ট পুরসভাগুলি পরিবেশ বান্ধব সৌন্দার্যায়ন, নিরাপত্তার প্রয়োজনে সিসিটিভি, ল্যান্ডস্কেপ এবং ইকো-পার্কের মতো প্রকল্প চালু করতে পারবে বলেও পুরমন্ত্রী জানান। কেন গ্রিন সিটি প্রকল্প তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এদিন ফিরহাদ বলেন,"পরিবেশ দূষণের হাত থেকে শুধুমাত্র একটি বা দু'টি শহর বাঁচালে সমাজ-সভ্যতা বাঁচবে না। সামগ্রিক উন্নয়নের মূল টার্গেট হল সমস্ত শহরের উন্নয়ন, তাই স্মার্ট সিটির নামে একটি বা দু'টি এলাকার শ্রীবৃদ্ধি নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চান বাংলার প্রতিটি ওয়ার্ডের উন্নয়ন, তাই সমস্ত পুরএলাকা নিয়ে চালু হল গ্রিন সিটি প্রকল্প।"

পুরমন্ত্রী জানান, গ্রিন সিটি প্রকল্পে দিঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদকে ৫.৪২ কোটি, হাবড়া পুরসভাকে ১০.৯২ কোটি, শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতন উন্নয়ন পর্ষদকে ২৯.৪০ লাখ, দুর্গাপুর কর্পোরেশনকে ৯.৮৬ কোটি, রানাঘাট পুরসভাকে ২.৬ কোটি, রিষড়া পুরসভাকে ৪.৮২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া কোচবিহার পুরসভাকে ১.২৬ কোটি, সাঁইথিয়া পুরসভাকে ১.৩৩ কোটি , ডানকুনি পুরসভাকে ৪.১২ কোটি, বীরনগর পুরসভাকে ৩৫ লাখ, শ্রীরামপুর পুরসভাকে ২৮.৮১ লাখ, পাঁশকুড়াকে ৮.৯৬ লাখ, নিউ বারাপুর পুরসভাকে ৩০.২৭ লাখ এবং কুপার্সক্যাম্প এলাকাকে ৩৫.৮৬ লাখ টাকা বরাদ্দ করেছেন পুরমন্ত্রী। যতদিন পর্যন্ত না রাজ্যের সমস্ত পুরসভা এলাকা পরিবেশবান্ধব পরিবেশ এবং উন্নততর পরিকাঠামোয় না মুড়ে দেওয়া হবে ততদিন এই গ্রিন সিটি প্রকল্প চালু থাকবে বলেও ফিরহাদ হাকিম জানান।

পাতা - ৮

সংবাদ প্রতিদিন ১৬ ই ফেব্রুয়ারী ২০১৭

Office of the Dist. Information & Cultural Officer, Nadia